***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 52-57*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# বেদের যুগে লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প: সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

**অজয় কুমার দাস**
*বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ*

***Abstract:***

*Since ancient times Folk Art has kept the human civilization alive. The primitive people were artists. Folk art is decaying today. Necessity and beauty are the life of folk art. Race, community and their occupation are the ideal origin of folk art. We find the mention of different folk art in the Rigveda, the ancient literature of the world. The different folk art mentioned in the Vedic literature are-chariot, girdle, bow and arrow, armour, idol of worship, garland of bones, ivory work, metal pot, dress, ornaments etc. The water-pots used in the Vedic age were used as a symbol of the sun. There is the reference of blacksmith, potter, goldsmith of the Vedic Age. Folk art was used in daily life, in wartime and during the worship of god. We find the reference of Malakar (florist) community in the Rigveda. People decorated their houses with the help of folk art. The lower-class carpenter and blacksmith were the creators of folk art. Many repress-entatives of the folk art in the Vedic period have become extinct today.*

***Key Words : Folk Art, Extinct, dying, Rig-Veda, Vedic Literature, bow, arrow, Chariot, florist, blacksmith, Potter, Carpenter***

আদিম মানুষ ছিলেন শিল্পী। স্পেনীয় নৃবিজ্ঞানী সাউটুওলা পৃথিবীবাসীকে প্রথম জানান একথা। স্পেনের আলতামিরা গুহায় আদিম মানুষের চিত্রকলা মানুষের সভ্যতাকে জাগিয়ে রাখল। শিল্পের রাজপুত্র সেই অতীতকাল থেকেই ভাষা দিয়ে গেল মানবের প্রেরণাশক্তিকে। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ পৃথক, তাঁর সৌন্দর্যবোধের কারণে। শিল্প সৌন্দর্যের নিহিত প্রেরণা মানবের একান্ত আপনার, নিজস্ব। আদিম মানুষ গুহার গাত্রে পাথর কেটে কেটে প্রথম শিল্পমূর্তি এঁকে দেয়। সেই আদিম শিল্পী বাস্তবকে প্রতীক প্রতিমায় চিহ্নিত করলেন। মানুষ যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করেছেন। কবে যে মানুষের সে তপস্যা সম্পূর্ণ হবে আমরা জানি না। কিন্তু মানুষ শিল্পের জন্য তপস্যা করেছে। উন্মোচিত হয়েছে জীবনের শিল্পলোক - লোকশিল্প। মানুষের সভ্যতাকে জাগিয়ে রেখেছে লোকশিল্প। সভ্যতার পরবর্তী ধাপে মানুষ সমাজ গঠন করেছে। জন্ম হয়েছে প্রয়োজন অনুসারী শিল্পের। Yuri Borev তাঁর 'Aesthetics' গ্রন্থে লিখেছেন - "The national character of art has found and continues to find its most direct and complete expression in primitive society when art was at the mythological stage, and later in folklore : it describes the people from the point of view of the people, and is created by the people for the people." [১] আমাদের একান্ত আপনার Folk – Art. বাঙালির অন্তরঙ্গ কোমলতায় তা হয়ে উঠল লোকশিল্প। স্থানিকতা, আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠী-সম্প্রদায় আশ্রিত এমন শিল্পের উপাদান মাটি, বাঁশ, কাঠ, পাথর, পশুপাখির দেহাবশেষ, গাছ-গাছালি ফুল-ফল। কৃষি ভিত্তিক গ্রাম সমাজে বৃত্তি এবং সম্প্রদায়, ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সাধারণ ব্রাত্য মানুষেরা হয়ে ওঠেন শিল্পী। শিকারের তাগিদ, জীবনের তাগিদ, জীবিকার তাগিদ - আরো নানান আদিম শিল্পের বিবর্তিত মনন পুষ্টি লাভ করেছে লোকশিল্পের নান্দনিক প্রকরণে। প্রয়োজন, অমঙ্গল আশঙ্কা, অশুভ শক্তির

ভয়, শিকারের অনিশ্চয়তা, প্রজন্মের ধারাবাহিকতা, দেববাদ, মন্ত্র-তন্ত্র-মিথ এবং অলৌকিকতা মিলেই সৃষ্টি হয়েছে জীবনের শিল্পলোক, শিল্পের জীবন লোকশিল্প। সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্পের অনেক কিছুই গেছে হারিয়ে। লোকশিল্প আজ একান্তই ক্ষয়িষ্ণু। সৌন্দর্য পিপাসু মানুষ লোকশিল্পকে গ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে লোকশিল্পের মোটিফ। কৃষিসমাজ এমন শিল্প সৃষ্টির আদর্শ ভূমি। সাহিত্যস্রষ্টারা লোকশিল্পকে নানাভাবে ব্যঞ্জিত করে শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

বেদের যুগ। পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদ। Dr. Max Muller তাঁর সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র ভূমিকায় লিখেছেন - "Conviction that, in the present state philological, historical and philosophical research, no literary work was of greater importance and interest to the philologer, the historian, and philosopher, than the Veda, The oldest literary monument of the Indo-European world." [(2)] বেদে নানা শিল্পকার্যের চিহ্ন মেলে। চলিষ্ণু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য বেদের যুগেই স্পষ্ট হয়েছিল। বেদ পরবর্তীকালে মধ্যযুগের বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল আদর্শ গ্রাম সমাজ। জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের বিভাজন মধ্যযুগেই পূর্ণরূপ লাভ করেছিল। সম্প্রদায় এবং বৃত্তি একসূত্রে বাঁধা ছিল। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার লোকশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। এক এক সম্প্রদায় শত শত বৎসরে আভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়ে শিল্প সৃষ্ট করেন। এক এক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের নামেই চিহ্নিত হত পাড়ার নাম। আদর্শ গ্রাম-পল্লীতে কুমোর পাড়া, কামার পাড়া, তাঁতি পাড়ার নাম এভাবেই সুনির্দিষ্ট হত। বাংলার মন্দির, আলপনা এবং লোকশিল্পে লোক-লৌকিকতা, আচার-সংস্কার, লোকধর্ম, জ্যোতিষ, দেববাদ এবং পুরাণ প্রবণতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বেদের যুগে এখনকার মত জাতিভেদ ছিল না। সুতরাং লোকশিল্প থাকলেও লোকশিল্পের এত বৈচিত্র্য ছিল না। শিল্প সৃষ্টির হাজার বছরের বৃত্তি আশ্রিত অভিজ্ঞতা বহন করতে হয় নি বেদের কালের স্রষ্টাদের। স্বাভাবিকভাবে এক মার্জিত সরলতা তাদের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদের যুগে কর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরোহিতেরা বিশেষ সুবিধা ভোগী শ্রেণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং যোদ্ধা জাতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে স্তোত্রকার, চিকিৎসক, 'যব ভর্জন-কারিণী' সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তারা যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করেন সে কথাও সংহিতায় বলা হয়েছে—

"কাকুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।
নানাধিয়ো বসূযবোহনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দে পরি স্রব।।" [(৩)]

বেদের যুগে শূদ্রদের ঘৃণা করা হত। তারা যজ্ঞের উপযুক্ত ছিল না, তাদের কোন দেবতা ছিল না, তারা অন্যের পা ধুইয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। শূদ্রকে অসত্য, পাপ ও অন্ধকারের প্রতীকরূপ মনে করা হত। লক্ষণীয়, লোকশিল্পের স্রষ্টা এই ব্রাত্য শূদ্ররা। মধ্যযুগের গ্রাম সমাজে যখন প্রয়োজন অনুসারী শিল্পের জন্ম হচ্ছে, তখন মুচি, ছুতোর, কুমোর, কামারেরাই শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে জাতি গঠনের, সমাজ গঠনের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

বেদের যুগের লোকশিল্প ছিল প্রয়োজন অনুসারী। শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরূপ স্ফুরিত হয়েছিল। যদিও বেদের যুগে লোকশিল্পের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত লোকশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রথ, বর্ম, ধনু, কবচ, বাণ, জ্যা, তীরের ফলা, পূজোর প্রতিমা, হাড়ের মালা, লোহার বজ্র, বলিদানের জন্য নির্মিত বেদী প্রভৃতি। এছাড়া হাতির দাঁতের কাজ, ধাতব পাত্র, বস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি লোকশিল্পের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে মেলে। এসব শিল্প সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত প্রাণ প্রেরণা। গৃহস্থ নিজেকে ছন্দোময় করেন এসব শিল্প সজ্জা দিয়ে। ব্রাত্য মানুষের কঠোর তপস্যার শীলিত রূপ এগুলি। ঋগ্বেদে পাওয়া যাচ্ছে, রাজা সংগ্রামের সময় বর্ম ধারণ করে যুদ্ধে যাচ্ছেন। সুখকর রথযাত্রার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। হরিণের শৃঙ্গে নির্মিত বাণ, গোরুর স্নায়ু চর্ম নির্মিত জ্যা—এসব লোকশিল্পের উল্লেখ আছে বৈদিক সাহিত্যে। কেমন ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যশিল্প। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শিল্প চিহ্ন রেখে গেছেন আর্যরা। সভ্যতার প্রবহমানতা শিল্পের আধারেই রূপ লাভ করে। সভ্যতার মহাপ্রস্থান নেই। জীবনের

প্রয়োজনে শিল্প। সেই কবে ধূসর অতীতে পাথরে পাথরে ঘষে তীরের ফলা নির্মিত হয়েছিল, তার ঠিকানা পাওয়া ভার। পূজোর প্রতিমা, হাড়ের মালা কিভাবে লাভ করেছিল মহতী শিল্পের ব্যঞ্জনা, আর্যদের সূর্যের উপাসনায় এসব শিল্প উপকরণ অত্যাবশ্যক ছিল। ধীরে ধীরে দেবতার ধ্যানমূর্তির প্রতিভাস এক মহত্তর বিশিষ্টতায় পূর্ণতা পেল। এছাড়া দেবশিল্পী যুদ্ধের জন্য বিচিত্র অস্ত্র সম্ভার নির্মাণ করেন। আবার ঊষাকে দেবীরূপে কল্পনা করা হল। ঊষাকে ভাষা দিয়ে তার কুমারী মূর্তি নির্মিত হল। এভাবেই সূর্যের তিন বর্ণের তিন মন্ত্র মূর্তি গড়া হল। ইন্দ্রধ্বজকে বিচিত্র বর্ণালীর ফুলমালায় শোভিত করা হল। আবার চামরের হাওয়ার দিব্যতার মহিমা লোকশিল্পকে নবতর রূপ দিল। নির্মাণ আর সৃষ্টির প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে আত্মস্থ হচ্ছে। মানুষের সাধনা, মানুষের তপস্যা জ্ঞানের দিব্যলোক স্পর্শ করেছে। এভাবেই সৃষ্টি হল সুন্দরের। সুন্দরের শিল্প, শিল্পের সুন্দর। বৈদিক যুগের শিল্প নানা প্রত্নপুরাণিক উপাদানে টইটম্বুর। সূর্যাস্তের পরে সোনার তৈরি থালা যজ্ঞের জল কলসের উপর ঢাকা থাকত। এটি সূর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হত। আর স্বর্ণ উর্বরতাবাদের মৌলিক প্রতীক। বৈদিক যুগের শিল্প চিন্তায়, চেতনায়, সমন্বয়ে ইতিহাসের মহতী উত্তরণ, আর্য অনার্যের মিলিত কর্মমুখর সময়ের ফল। বৈদিক যুগের লোকশিল্প ইতিহাস মুখরতার সারাৎসার থেকে উৎসারিত।

লোকশিল্প প্রয়োজন অনুসারী শিল্প। এই শিল্পের স্রষ্টারা হলেন সাধারণ ব্রাত্য মানুষ। ঋগ্বেদে অনেক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ঋগ্বেদের কালে কৃষিজীবী এবং পশুপালক এই দুই বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া 'ভিষক' যারা রোগের চিকিৎসা করেন তাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে শিল্প সৃষ্টিকারী বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ঋগ্বেদের কালে বস্ত্র বয়নের প্রচলন ছিল। যারা বস্ত্র বয়ন করতেন তাদের বলা হত 'বাসোবায়'। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে---

"আধীষমাণায়াঃ পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসোবায়োহরনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ।।" (৪)

এই বস্ত্র বয়নকারী 'বাসবায়ো' সম্প্রদায় মেষের লোম দিয়ে বস্ত্র বয়ন করতেন। সেকালে বৃক্ষছেদনকারী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এই বৃত্তিগ্রহণকারী ব্যক্তিকে বলা হত 'তষ্টা'। এরা কাঠের আসবাব তৈরি করতেন। ঋগ্বেদে কর্মার এবং কার্মার এই দুই বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানের কামার সম্প্রদায় সেকালের কর্মার নামে অভিহিত। এরা 'বাণ' তৈরি করতেন এবং পুতুল গড়তেন। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তের ২য় শ্লোকে বলা হয়েছে---

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেহসতঃ সদজায়ত।।" (৫)

ঋগ্বেদে স্বর্ণকার শ্রেণীর সন্ধান মেলে। স্বর্ণকারদের 'দ্রবি' বলা হয়। ৬ মণ্ডলের ৩ সূক্তের ৪র্থ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ আছে-স্বর্ণকার যেরকম ধাতু দ্রবীভূত করে সেরকম অগ্নি কাষ্ঠকে আত্মসাৎ করে---

"তিগ্মং চিদেম মহি বর্পো অস্য ভসদশ্বো ন যমসান আসা
বিজেহমানঃ পরশূর্ন জিহ্বাং দ্রবি র্ন দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ।" (৬)

ঋগ্বেদে মালাকার বা মাল্যকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। মালাকে সেকালে বিলাস দ্রব্য মনে করা হত। ৮ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ১৫ শ্লোকে উল্লিখিত আছে, আভরণকারীর বা মাল্যকারীর যে দুঃস্বপ্ন আছে তা দূর হোক। বৈদিক ঋষি আশ্চর্য কাব্যিক উপমা সৃষ্টি করেছেন---

"নিষ্কং বা ঘা কৃণবতে সৃজং বা দুহিতার্দিবঃ
ত্রিতে দুঃস্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যেপরি দদ্মস্যনেস্যে ব
উতয়ং সউতয়ো ব উতয়ঃ।। (৭)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সাধারণ প্রজাসমষ্টির শিল্প ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে শিল্পস্তুতি সম্পর্কিত একটি শ্লোকে। শ্লোকটিতে পার্থিব শিল্পের প্রশংসা করা হয়েছে। শিল্পদ্রব্য কিরকম হতে পারে - হাতির দাঁতের কাজ, কাংস্য বা ধাতব পাত্র, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, স্বর্ণ নির্মিত অলংকার, অশ্বতরী যুক্ত রথ, এগুলিই শিল্প। এই শিল্পগুলি হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি।

এগুলির দ্বারা যজমান নিজেকে ছন্দোময় করে। এখানে চমৎকারভাবে আত্মোন্নতি বিধানে, আত্মিক সংস্কৃতিতে নিজের জীবনকে ছন্দোময় করতে শিল্পের কাজ কি তা বলা হয়েছে। রূপশিল্প, রূপকর্ম যে সংস্কৃতির অংশ, তার উল্লেখও এখানে আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে-

"ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি
এতেষাং বৈ দেবশিল্পনাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম অধিগম্যতে
হস্তী কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ
শিল্পম্ আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি,
ছন্দোময়ং বা ঐতের্য জমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" (৮)

ঋগ্বেদে সংহিতায় এমন নানা লোকশিল্পের উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে বর্মের। সংগ্রামের সময় রাজা বর্ম পরিধান করে যুদ্ধে গমন করেন। ৬ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ১ম শ্লোকে উল্লেখ আছে---

"জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু।" (৯)

আবার ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে ধনু দিয়ে গাভী জয়, যুদ্ধ জয়, শত্রু সেনা জয় এবং শত্রুর কামনা নষ্ট করার কথা বলা হয়েছে---

"ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম
বক্ষান্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।" (১০)

মানুষ মানুষ হয়েছে তাঁর শিল্পচর্চার জন্য। সৌন্দর্যস্পৃহা মানুষেরই আছে। মানুষ শুধু জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করে না। প্রয়োজন অতিরিক্ত সৌন্দর্য অন্বেষণের কারণেই মানুষ পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প প্রবন্ধে লিখেছেন---

"ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও-ঘটি বাটী পিত্তল কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। [.....] কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা।"[১১]

আর্যদের দেবকল্পনা, বিশ্বাস, দেবতার ধ্যানমূর্তির প্রতিভাস এক মহত্তর বিশিষ্টতায় পূর্ণতা পেল। আর্যরা সূর্যের উপাসনার সঙ্গে বৃক্ষ ও প্রস্তরের উপাসনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আর্য শিল্পের ক্রম' প্রবন্ধে লিখেছেন---
"বৈদিক যুগেও আরণ্যক ঋষিরা দেখছি এইসকল ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা করে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন এবং কোথাও কোথাও এইসব দেবতার মন্ত্রমূর্তি গড়ে তোলারও লক্ষণ দেখি,-যেমন ঊষাকে ভাষা দিয়ে একটি কুমারী মূর্তিতে ধরা হল, যেমন সূর্যকে তিন বর্ণের তিন মূর্তি দেওয়া হল, অগ্নিকে দেখা হল যজমানের কামনাবাহী দূতরূপে। এইভাবে তাবৎ দেবতা একটি সুনির্দিষ্ট ধ্যানমূর্তি পেতে চলল আস্তে আস্তে।" (১২)

এইভাবে ঋষিদের পূজামন্ত্রের অপরূপ কৌশল অপরূপ আলোর জ্যোতিতে শিল্পরূপের নির্মাণ ঘটালো। চমৎকার কোণাকৃতি বেদিতে অগ্নিদেবকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হল। ইন্দ্র, যিনি যুদ্ধে অপরাগ নন, ইনি রথে চড়ে যুদ্ধ করেন। বজ্রে তাঁর প্রধান অস্ত্র। লোহার সাংঘাতিক দুর্গ নির্মাণ করেন, রক্ষা করেন নগরকে।

অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন---

"ইন্দ্র যে বজ্র নামক অস্ত্র ব্যবহার করতেন, তা লৌহনির্মিত কোনও অস্ত্র ব'লেই মনে হয় এবং সেই কারণেই তা সেই ব্রঞ্জের যুগে অপ্রতিরোধ্য ছিল। [.....] আর্যদের মধ্যে ইন্দ্রই কেবলমাত্র বজ্রাস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং ব্রঞ্জ ব্যবহারকারী সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে সেই অস্ত্রকে প্রতিরোধ করার মতো কোন উপায় ছিল না।" (১৩)

বৈদিক যুগের অনুষ্ঠান ছিল ধর্ম নির্ভর। মানুষের তৈরি বহুবিধ উপকরণের বন্দনা করা হত। একজাতীয় বিশ্বাস স্বপ্নলালিত রূপমূর্তি লাভ করেছিল। বলিদানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অস্ত্রের মধ্যে দৈবশক্তির অলৌকিক প্রকাশ ছিল। এরকম শিল্প অনুসারী স্তোত্র রচনা করা হত। যেমন বলিদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদী। এমনি লোকায়ত শিল্পের দীপ নির্মাণে বন্দনা পাচ্ছে অজস্র লৌকিক উপাচার। সময়ের পলিতে তা বিবর্ণ শতকিয়ার মত ইতিহাসের ধারাপাতে ধারাপাতে বিলীয়মান অস্তিত্বের দীর্ঘশ্বাস বহন করেছে মাত্র। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার লিখেছেন---

"সোমরসের গাছ ছেঁচবার পাথর, লাঙল, যুদ্ধাস্ত্র, ডঙ্কা, হামান, নুড়ি ইত্যাদির উদ্দেশ্যও স্তোত্র ছিল।" (১৪)

যজুর্বেদ সংহিতায় নানা অনুষ্ঠান-চর্যার মধ্যে বৃহত্তর বিশ্ব প্রক্রিয়ার প্রতীকী অভিব্যক্তি প্রকাশ লাভ করেছে। অধ্যাত্মচেতনার স্বপ্নিল নির্মাণ থাকলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করেছিল।

অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন---
"অগ্নিচয়নে বেদী নির্মাণকালে ইঁটের জটিল বিন্যাসের মধ্যে নিবেশিত তিনটি মৌলিক প্রতীক-পদ্মপত্র, ভেক ও স্বর্ণনির্মিত মানব-মূর্তি-সম্ভবত ভারতবর্ষের স্থল ও জলভূমির উপর আর্যদের প্রভুত্বেরই দ্যোতক। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু যে বৃষ্টিপাত, তার প্রতীক যেমন পদ্মপত্র ও ভেক, তেমনি স্বর্ণমানব একদিক দিয়ে সূর্য ও অন্যদিক দিয়ে কর্ষণরত মানুষের প্রতীক।" (১৫)

অবশ্য আর্য-অনার্যের বিরোধ মিলন এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আর্যসভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা ঠিক, অনার্য শিল্পের উপরেই আর্য-শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আর্য ও অনার্য শিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন---

"বৈদিক যুগের আর্যগণ শিল্পী হিসেবে তৎকালীন আর্যেতর জাতিগণের চেয়ে খুব যে বড়ো ছিলেন না তার প্রমাণের অভাব নেই। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন সবই আর্যেতরগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। [.....] কাজেই বলতে হয় আর্য শিল্পের ভিত্তি অনার্য যুগের উপরে।" (১৬)

সময়ের ধারাপাতে ব্রাত্য অপাংক্তেয় মানুষজনই শিল্প সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি হয়েছে সম্প্রদায়, পাড়া, পল্লী। বৃত্তি এবং জাতি একসূত্রে সম্পৃক্ত হয়েছে। যুথবদ্ধ, সমাজ সংহতিতে পুষ্ট নিম্নবর্গীয় ছুতোর, কামার, ডোম, মুচি সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন যথার্থ শিল্পী। তাদের শিল্পকর্মের আজ অনেক কিছুই অবলুপ্তপ্রায়। এই শিল্পীকুলকে বইতে হয়েছে অস্পৃশ্যতার ভার। Dr. B.R. Ambedkar তাঁর 'The Untouchables' গ্রন্থে লিখেছেন---

"Surely, the phenomenon of Untouchability among primitive and ancient society pales into insignificance before this phenomenon of hereditary Untouchability for so many millions of people, which we find in India. This type of Untouchability among Hindus stands in a class by itself. It has no parallel in the history of the world."

তথ্যসূত্র:--

১. Yuri Borev, Aesthetics, progress publishers, Moscow, 1985, p. 107
২. RIG – VEDA – SANHITA, THE SACREDHYMNS of THE BRAHMANS, Edited by Dr. MAX MULLER, vol – 1, published – The Honourable The East India Company London, W.H. ALLEN And Co, 1849, p. preface, - v
৩. ঋগ্বেদ সংহিতায় ,(দ্বিতীয় খণ্ড)রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূ), হরফ প্রকাশনী১৩৮৫ ,-আশ্বিন .পৃ ,১৩৮৫, ৭০০০০৭ - কলকাতা

৪. পূর্বোক্ত , ১০ মণ্ডল ,২৬ সূক্ত,- শ্লোক ৬ ,পৃ ৪৭২
৫. পূর্বোক্ত , ১০ মণ্ডল ,৭২ সূক্ত,- শ্লোক ২ ,পৃ ৫৪১
৬. পূর্বোক্ত ,৬ মণ্ডল ,৩ সূক্ত,- শ্লোক ৪, পৃ, ৪
৭. পূর্বোক্ত ,৮ মণ্ডল ,৪৭ সূক্ত – শ্লোক ১৫, পৃ. ২৭০
৮. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ২৭ : ৬ : ৫ : ৬ ,
৯. ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), অনুবাদ - রমেশচন্দ্র দত্ত .পৃ ,৭০০০০৭ – কলকাতা ,হরফ প্রকাশনী ,৮৭
১০. তদেব
১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, সম্পা. ভবানী গোপাল স্যান্যাল, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. – ৯৪, ৯৭
১২. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, আর্য শিল্পের ক্রম, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৭
১৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ঋগ্বেদ সংহিতা, ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৭৯
১৪. থাপার, রোমিলা, আর্যসংস্কৃতির প্রভাব : ভারতবর্ষের ইতিহাস
১৫. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ঋগ্বেদ সংহিতা, ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১০৯
১৬. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, আর্য ও অনার্য শিল্প, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৪, ২৫৬
১৭. Ambedkar, Dr. B.R, The Untouchables.